ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে, দুর্নীতি কমবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এমন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হওয়া তথ্য অধিকার আইনটির এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে এই আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজনগুলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কি অবস্থানে রয়েছে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রকাশ চর্চার দৃষ্টান্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়নের লক্ষ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে– তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষন; উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের র‍্যাংকিং; এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার পাশাপাশি উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি বা আওতা কতখানি?

তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বাছাইকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়সহ এদের অধিভুক্ত জনগণের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসহ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই এমন তথ্য পর্যবেক্ষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা, যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও এর বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি/ প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়নে তথ্যের ব্যাপ্তি, তথ্যের প্রবেশগম্যতা ও তথ্যের উপযোগিতা– এই তিনটি ক্ষেত্রের অধীনে ২৫টি নির্দেশকের আলোকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের ব্যাপ্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর, অভিযোগ দায়ের করার জন্য তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দায়িত্ব, পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা ও ম্যানুয়াল, বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট বরাদ্দ/পরিকল্পনা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সেবার ফি, সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও সময়সীমার বিস্তারিত বিবরণ, নাগরিক সনদ, মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন তথ্য, এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে প্রদানকৃত তথ্যের হালনাগাদ

বিবরণ। তথ্যের প্রবেশগম্যতার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে ও যেকোনো ডিভাইসের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে প্রবেশগম্যতা, এবং নথির ফন্ট ও ডাউনলোড করার সুবিধা। তথ্যের উপযোগিতার মধ্যে রয়েছে তথ্য প্রকাশের সময় ও তথ্য হালনাগাদকরণ এবং তথ্যের ব্যবহার উপযোগিতা। এছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাও আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: গবেষণায় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কোরিং কীভাবে করা হয়েছে?

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়েছে। নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫টি নির্দেশকে তথ্য প্রকাশের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য পূর্ব নির্ধারিত শর্ত বা কোড অনুযায়ী (উচ্চ = ২; মধ্যম = ১; নিম্ন = ০ স্কেলে) স্কোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রযোজ্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর যোগ করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মোট স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের স্কোর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের (২৫টি নির্দেশকে সর্বোচ্চ মোট স্কোর ৫০) সাপেক্ষে প্রাপ্ত স্কোরের শতকরা হার বের করা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দেশক প্রযোজ্য না হলে সেই নির্দেশকে কোনো স্কোর দেওয়া হয়নি, এবং তা মোট স্কোর ও শতকরা হার থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সকল নির্দেশকের ভর বিবেচনায় সার্বিক স্কোর নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত চূড়ান্ত স্কোরের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি গ্রেডিংকে (সন্তোষজনক, অপর্যাপ্ত, উদ্বেগজনক) তিনটি রংয়ের মাধ্যমে (সবুজ, হলুদ ও লাল) উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তথ্যের প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা লক্ষ করা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ঘাটতি রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী অনেক তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও তথ্যের সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। এছাড়া ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। একইসাথে আইন ও বিভিন্ন বিধিমালার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলেও তার চর্চা আরও কার্যকর ও জনমুখী করার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশ কী কী?

গবেষণা প্রতিবেদনে তথ্যের ব্যাপ্তি, তথ্যে প্রবেশগম্যতা ও তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়ে ১১টি সুপারিশ করা হয়েছে– কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সেবা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য, কর্মকর্তা কর্মচারীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে কতজন, কী ধরনের তথ্য চেয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য বিধি অনুযায়ী গুরুত্ব সহকারে প্রকাশে আরও উদ্যোগী হতে হবে; তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনকৃত তথ্যের ধরন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যের ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের ও তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে; প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েবপেইজে সুনির্দিষ্ট স্থান এবং অনলাইনের মাধ্যমে কার্যকর নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ফন্টে (ইউনিকোড) প্রকাশ করতে হবে; ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবলের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে; ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ এবং হালনাগাদকরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে; প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ এবং ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধিবান্ধব করার উদ্দেশ্যে ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার অ্যাক্টিভিস্ট ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়ানোসহ তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চা' সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: এ গবেষণায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) স্কোরিং করা হয়েছে কি? না হলে কেন করা হয়নি?

যেহেতু টিআইবি নিজেই এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে তাই এক্ষেত্রে টিআইবির স্কোরিং করা হলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে একই ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান টিআইবির ওপর কোনো স্কোরিং করলে টিআইবি সেটিকে স্বাগত জানাবে।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org